NOV. 13 2002

## এই দেশ এই সময়

# বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন করছেটা কী?

ডঃ আফতাব আহমাদ ॥ মঞ্জুরি কমিশন করছেটা কী? ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে তদন্ত চাই। গত ১০ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ ও আলোকচিত্র দেখে আমি স্থির চক্ষু হয়েগেছি। সংবাদটি হচ্ছে এ রকম ঃ ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ গেইট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারেননি। প্রায় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে অপেক্ষমান ছাত্রী-অভিভাবক ও শিক্ষকগণের আলোকচিত্রও ছাপা হয়েছে। সংবাদটি পাঠ করে এবং আলোকচিত্রটি দেখে আমার কাছে গোটা বিষয়টি খুব কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছে। ভিকারুননিসা নামটির সঙ্গে অনেক ইতিহাস এবং স্মৃতিজাগানিয়া কথা জড়িয়ে আছে। অথচ এই নামটিকে দু'টুকরো করে দুটো প্রতিষ্ঠানের ললাটে এঁকে দেয়া হয়েছে। স্কুল ও কলেজটির যদি পরিচয় হয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কেন ভিকারুননিসা নূন বিশ্ববিদ্যালয় হবে না? সত্য বোধ হয় এভাবেই বেরিয়ে আসে। ভিকারুননিসা নামটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিক্ষায়তনটির সুনামকে পুঁজি করে কতজনই না তাদের আখের গুছিয়ে জীবনটা গড়ে নিয়েছে। বস্তুত 'আম্মা'ও এর ব্যতিক্রম নন। হায় 'আম্মা'! ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের দীর্ঘদিনের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন হামিদা আলী। যখন যে দল সরকার গঠন করেছে, তখন সে দলের প্রশংসায় মুখের ফেনা তুলতে তিনি কসুর বোধ করেননি। তারপরও বলতে হয়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের জন্য তিনি বেশ খেটেছেন। তা একজন প্রিন্সিপ্যালকে রাখা হয় কেন? নিশ্চয় আশা করা হয় একজন প্রিন্সিপ্যাল মনে-প্রাণে শিক্ষায়তনটির উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান কল্পে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন। হামিদা আলী তার কতটুকু করেছেন তা আজ এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কথায় বলে– সব ভাল তার শেষ ভাল যার। হামিদা আলীর শেষটি কিন্তু ভাল ছিল না। কোন ব্যক্তিই কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য হতে পারেন না। তিনি নিজেকে সেভাবেই প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

১৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

# বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন করছেটা কী?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যে বিদ্যায়তনিক পটভূমি নিয়ে বা এ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে হামিদা আলীর শিক্ষকতার পেশায় আগমন ঘটেছিল তা যত কম আলোচনা করা যায় ততই শ্রেয়। এখন তিনি অবসরগ্রহণ করেছেন, তার বয়স হয়েছে। অতীতের কালো অধ্যায়কে টেনে তাকে বিব্রত করে লাভই বা কি? তবে অনেক কিছুই মানুষ করতে চায় না, করতে বাধ্য হয়। লোভ, আকর্ষণ, মায়া– এসব পরিহার করা সত্যিই কঠিন ও দুরূহ। ক্ষমতার একটি মাদকতাযুক্ত নেশা আছে। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের আসনটি কি তেমন কোন ক্ষমতার আসন? দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত না হলে প্রিন্সিপালের কন্টকাকীর্ণ পদে বেশীদিন অধিষ্ঠিত থাকতে সহজে কেউ রাজি হন না। ভিকারুননেসা! হায় ভিকারুননেসা নূন!! সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত এই বিদুষিণী বিদেশিনী কি করে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসী মালিক ফিরোজ খান নূনের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন সেই রহস্য উন্মোচন করার দায়িত্ব আমার নয়। এটুকু জানি, ব্রিটিশ হয়েও ভিনধর্মে জন্ম নিয়েও ফিরোজ খান নূনকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসে ছিলেন। ফিরোজ খান নূনের জন্য তিনি তার স্বদেশ ত্যাগ করে স্বামীর দেশটিকে আপন করে নিয়েছিলেন। পিতৃপুরুষের ধর্মকে ত্যাগ করে স্বামীর ধর্মকে বরণ করে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাপ-মায়ের দেয়া বিলেতি নামটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রীতিমত ভিকারুননিসা নাম ধারণ করেন। সঙ্গে যুক্ত হয় স্বামীর পদবী নূন। ভিকারুননিসা নূনের একটি সংবেদনশীল মন ছিল। আশাহত, ভাগ্যবিড়ম্বিত কিশোরীদের তিনি বিশেষভাবে যত্ন নেয়ার বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। তার সমাজসেবা ও জনহিতকর কাজের জন্য তিনি তার স্বামী ফিরোজ খান নূনকেও ছাড়িয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। মালিক ফিরোজ খান নূন এ অঞ্চলে অত্যন্ত মশহুর ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, একদা সাবেক পূর্ববঙ্গ তথা এ বাংলাদেশের গভর্নরও ছিলেন। এখানে গভর্নর থাকা অবস্থাতেই ভিকারুননিসার জনহিতকর কাজের ও সহৃদয়তার স্বীকৃতি হিসাবে তারই প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির নামকরণ করা হয় তাঁর নামে।

কালানুক্রমে গুণে ও মানে স্কুলটি শুধু শীর্ষস্থানই অর্জন করেনি, এটি কলেজেও রূপান্তরিত হয়েছে। কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠা এই স্কুল ও কলেজটি বোর্ডের ফলাফলে যথেষ্ট কৃতিত্বের ছাপ রেখেছে। আর এটিই সম্ভবত প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবছর অসংখ্য বিদ্যার্থী ভর্তি পরীক্ষার অংশ নেয়ার সুবাদে যে পরিমাণ অর্থের যোগান দিয়ে আসছে এই প্রতিষ্ঠানটিতে– কেবল তাতেই শিক্ষায়তনটির ব্যাংক একাউন্ট ক্রমান্বয়ে স্ফীত হতে থাকে। আর ঐ স্ফীত একাউন্টের উপর অনেকের মধ্যে হামিদা আলীরও লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। হামিদা আলী রাতারাতি আম্মা বনে যান। এদেশের সকল চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সের একটি সীমা বেঁধে দেয়া আছে। তার পরেও শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত শিথিল করে অনেকের সেবাই নেয়া হয়। হামিদা আলীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রিন্সিপালের চাকুরীর মেয়াদ বাড়াতে বাড়াতে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এরপর চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি হাস্যকর নিঃসন্দেহে। কিন্তু এতদিনে তিনি আম্মা সেজে ঐ আবদারটিই করে বসলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপ্যাল আমৃত্যু থাকতে চাইলেন। অবশ্য সাবধানতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি এতটুকু কার্পণ্য করেননি। সবার অজান্তে, সবার অলক্ষ্যে স্কুল ও কলেজ ফান্ডের বিশাল অংক প্রায় ৭-৮ কোটি টাকা নিয়ে (কিংবা তারও বেশী হতে পারে) ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি নয়া প্রতিষ্ঠানে নয়া একাউন্টে নয়া তহবিল গড়ে তোলা হয়। নিজেকেসহ আওয়ামী লীগ দলভুক্ত সংসদ সদস্য ও সন্ত্রাসী মামলায় আসামী ডঃ ইকবালের সঙ্গে গোপন যোগসাজশের মাধ্যমে এক অভিনব ব্যবসা ফেঁদে বসেন এবং নিজেদেরকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সদস্য করে নেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার এই দুরভিসন্ধিমূলক ও হীন কার্যকলাপ দীর্ঘদিন পরিধারণ (মনিটর) করে। বিশেষ করে শিক্ষা সচিব দেখলেন ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজটিকে হামিদা আলী যেভাবে গ্রাস কিংবা সাবাড় করতে চাইছেন তা হতে দিলে আমাদের জাতীয় জীবনে চরম কলংকজনক অধ্যায়ের সংযোজন ঘটবে। তাই তিনি হামিদা আলীর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির অযৌক্তিক, বেআইনী ও মনগড়া আবদার রক্ষা করেননি। সরকারকে নাজেহাল ও বিব্রত করার জন্য হামিদা আলী নিজেকে 'আম্মা' ঘোষণা করে কোমলমতী বালিকাদের রাস্তায় নামাতেও পিছপা হননি। তবে সুখের বিষয় সরকার স্বীয় সিদ্ধান্তে অনড় ও অটল থাকতে পেরেছে। আজ আমরা জানতে পারছি অস্থায়ী প্রিন্সিপালের বরাতে হামিদা আলীর দুর্নীতির কাহিনী– 'আম্মা' সাজার মাহাত্ম্য।

১৯৯২-এর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে প্রস্তাবিত ও প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেখভাল ও তত্ত্ব-তালাশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপর ন্যস্ত। সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে আমার প্রশ্ন, হামিদা আলী ও তার দুষ্কর্ম কি করে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল? তাছাড়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ নামের হেরফেরে কৌশলে আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে কি করে স্থানান্তরিত হল, তা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠতে হয়। আমি মনে করি, নিম্ন আদালতে যে মামলাই থাকুক না কেন, কাল বিলম্ব না করে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড ও একাউন্ট ফ্রিজ করা উচিত। হামিদা আলী এবং তার দোসরদের বিষয়ে মঞ্জুরি কমিশন ও দুর্নীতি দমন অধিদপ্তরের উচিত জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত করা, ইত্যবসরে জালিয়াতি ও কারচুপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা ও গ্রেফতার করা প্রয়োজন। হায় ভিকারুনিসা! হায় 'আম্মা'!! হায় হামিদা আলী!!!